১০ সদস্যের এই ডেভেলপমেন্ট টিমের নেতা রাজীব আহমেদ রাজীব ইতোমধ্যেই রাজশাহী থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গেম 'অরুণোদয়ের অগ্নিশিখা'য় তার সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই থ্রিডি অ্যানিমেটরের স্বপ্ন ছিল থ্রিডি নাটক বা ছবি তৈরির। কিন্তু রাজশাহীতে কাজের বড় ধরনের সুযোগ না থাকায় এবং ঢাকায় নিয়মিত আসা-যাওয়ার ফাঁকে তিনি একসময় যোগাযোগ করেন শম কম্পিউটার্সে। একটি মাল্টিমিডিয়া ট্রেনিং স্কুলকে সরাসরি পেশাদার মাল্টিমিডিয়া হাউজে রূপান্তরের সুযোগও হাতছাড়া করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রতিশ্রুতিশীল ছাত্ররাই লাভবান হবে। কেননা, পেশাদার কাজ করার সুযোগসহ তাদের ক্যারিয়ারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এই প্রকল্পে।

প্রথম থেকে তাদের ইচ্ছ ছিল ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের কোনো একটি জনপ্রিয় উপন্যাসকে অ্যানিমেশনে নিয়ে আসা। কিন্তু উপন্যাসটি বাছাই করা একটি বড় সমস্যা। কেননা, নিজেদের সামর্থ্য ও কাহিনীর দাবি– দুটো যেখানে একাত্ম হবে সেটাই হবে সেরা কাজ। বহু দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের পরে হাল আমলের 'ত্রাতুলের জগৎ'কেই নির্বাচিত করে তার একটি ডামি তৈরি করেন। গল্পটি নির্বাচনের পেছনে আরেকটি বড় যুক্তি হলো যে, এটি সব ধরনের দর্শকের উপযোগী।

আমাদের দেশে আজকাল বিভিন্ন অ্যানিমেশন হাউজগুলো নানা থ্রিডি ছবি তৈরিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। তবে একাধিক মানসম্মত ছবি ও নাটক তৈরি হলেও এক্ষেত্রে প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের গল্প নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। তাই চমৎকার অ্যানিমেশনই শুধু নয়, ভালো কাহিনীভিত্তিক অ্যানিমেটেড নাটক তৈরিতে মনোযোগ দিয়েছে শম কম্পিউটার্স।

এ জন্যে বেছে নেয়া হয়েছে প্রখ্যাত বিজ্ঞানকল্পকার মুহম্মদ জাফর ইকবারের গল্প 'ত্রাতুলের জগৎ'। সম্পূর্ণ দেশীয় এই অ্যানিমেশন ফিল্ম তৈরির জন্য একদল তরুণ অ্যানিমেটর ডিজাইনার কাজ করে যাচ্ছেন। ফিল্মটি তৈরি সম্পন্ন হলে তা আমাদের স্থানীয় মাল্টিমিডিয়া শিল্পের জন্য মাইলফলক।

নিজেদেরকে প্রস্তুত ও যোগ্য প্রমাণ করতে সমর্থ হবার পর তারা অনুমতির জন্য ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের কাছে যান ২৭ জুন। প্রথমে কিছুতেই রাজি হতে চাননি লেখক। অবশ্য দীর্ঘ আলোচনার পর বেশকিছু শর্ত পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদানের মাধ্যমে তারা লেখকের সম্মতি আদায়ে সক্ষম হন।

বর্তমানে চিত্রনাট্যের পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সিকোয়েন্স তৈরির কাজ। অ্যানিমেশনের মূল কাঠামো তৈরি হয়েছে। শেষ হয়ে গেছে বিভিন্ন চরিত্র তৈরির কাজ। অধিকাংশ চরিত্রই লেখক নিজে অনুমোদন করেছেন। নাটকটির সময় দৈর্ঘ্য এখনো ঠিক হয়নি। প্রথমে ২০ মিনিটের কথা ভাবা হলেও বিভিন্ন সিকোয়েন্সের সময় দৈর্ঘ্যে তারতম্য ঘটলে সর্বোচ্চ ৫০ মিনিট হতে পারে। নাটকটি তারা আগামী ঈদুল ফিতরে প্রকাশ করতে চান দেশের কোনো একটি টিভি চ্যানেলে।

'ত্রাতুলের জগৎ' ১১টি মানুষ ও একটি সাইবর্গসহ মোট ১২টি চরিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ঠোঁট নাড়া ও অন্যান্য বিষয়গুলো বিভিন্ন আর্টিস্টের ভিডিও গ্রহণ করে মিলিয়ে করা হয়েছে। মূলত পোজার ৫-এ এই দেশী-বিদেশী চরিত্রগুলো তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে মূল নায়িকা রিয়া চরিত্রটির ক্ষেত্রে লেখকের শর্ত ছিল নিষ্পাপ মুখ দেখাতে হবে– অনেকটা দেবীর মতো। তা-ই হয়েছে। তবে এই নিষ্পাপ ভাবটি আনার জন্যই তাদের নায়িকাটি দেখতে বাঙালি মনে হবে না!

ঠোঁট মেলানো কিংবা চরিত্র তৈরির মত জটিল কাজের জন্য তারা কোনো নির্ধারিত সফটওয়্যারের ওপরই নির্ভর করেননি।

যে সফটওয়্যারে যে কাজটি সহজে করা যায় সেটিই ব্যবহার করেছেন। তবে এক সফটওয়্যার থেকে অন্য সফটওয়্যারে সব ডেটা আনা-নেওয়া সমস্যা তারা সমাধান করেছেন বেশকিছু ইনহাউজ সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে। বিভিন্ন অ্যানিমেশন সফটওয়্যারের স্ক্রিপ্টিং ব্যবহার করার ফলে তারা অনেক দ্রুত অনেক ভালো কাজ করা গেছে। পরিচিত সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে পোজার ৫, থ্রিডি স্টুডিও ম্যাক্স ৫.১, মায়া ৫ ব্যবহার করার পাশাপাশি XSI SoftImage, Animation Master, Bryse-এর মতো অল্প পরিচিত সফটওয়্যারও ব্যবহার করেছেন। Bryse দিয়ে ল্যান্ডস্কেপ বানানো যায় খুব সহজে, তাই সেট ডিজাইনিংয়ের সব কাজই করেছেন এতে।

এই আউটপুট মায়াতে নিতে ব্যবহার করেছেন তাদের ইনহাউজ টুল। এই ইনহাউজ টুলগুলো প্রাথমিকভাবে তৈরিতে তাদের বেশ সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে, যাতে কর্তৃপক্ষ কোনো বাধা দেননি। সে অর্থ ও সময় ব্যয় পরবর্তীতে সময়ে অনেকসময় ও অর্থ বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

বর্তমানে দলের সদস্য বৃদ্ধি করার জন্য বেশকিছু ওয়ার্কশপের আয়োজন করছে শম কম্পিউটার। কাজ জানলেও অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে নবীনদের। তবে এই টিম মানের ব্যাপারে আপোসহীন থাকতে বদ্ধপরিকর। তাই অ্যানিমেশনে তারা অতিরিক্ত ও অবান্তর মারামারির দৃশ্যে না গিয়ে ছোট ছোট ডিটেইলে জোর দিয়েছেন বেশি। এই টিম তাদের প্রোডাকশনে যে ধরণের পিসি ব্যবহার করছেন তা খুব বেশি হাইফাই কনফিগারেশনের পিসি নয়। তারা মনে করেন সফল অ্যানিমেশনের মূল শর্ত শ্রম ও ধৈর্য।

অনেকটা পরিবারের মতো এই টিমটিতে অ্যানিমেটরের পাশাপাশি রয়েছেন ৬ জন থ্রিডি আর্টিস্ট ও বেশকিছু ভিডিও এডিটর। ৪ জনই এদের দলনেতা রাজীবের ছাত্র। টিমে আছেন ১ জন মহিলা অ্যানিমেটরও।

মেধা, ও পরিশ্রম আর আন্তরিকতার সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে শম কম্পিউটার্সের এই টিমটি। আর তাদের প্রথম অ্যানিমেটেড নাটকটি হয়তো আগামী ঈদুল ফিতরে উপভোগ করতে পারব আমরা। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা!

❑ মোঃ মারুফ হোসেন
অলংকরণ : মোহাম্মদ শাহজাদা

তথ্যপ্রযুক্তির খবরাখবর

সিসটেকের উদ্যোগে বিশিষ্ট লেখক ও ডেভেলপারদের ক্রেস্ট প্রদান

গত ৩১ আগষ্ট তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সিসটেক দেশের বিশিষ্ট কম্পিউটার বিষয়ক বইয়ের লেখক, ডেভেলপার এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ক্রেস্ট বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. আব্দুল মঈন খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিসটেকের প্রধান নির্বাহী মাহবুবুর রহমান। যে লেখকগণ সম্মাননা ক্রেস্ট পেয়েছেন তাঁরা হলেন–ড. মোঃ লুৎফর রহমান, মাহবুবুর রহমান, মোঃ আজিজুর রহমান খান, শাওন সুহৃদ, কে এম আলী রেজা, মোঃ মোক্তার হোসেন, প্রকৌঃ সামুয়েল মল্লিক, ইঞ্জি. মোঃ মমিনুল হক, কামরুল হায়দার, মারুফ আহমেদ, মহিউদ্দিন মুহাম্মদ জালাল, মোহাম্মদ ওমর ফারুক সরকার, আনজীর লিটন, মোজাহিদুল ইসলাম ঢেউ, এ. জে. আবদুল মোমেন, রাজিব আহমেদ, সাজ্জাদ হোসেন, তৈমুর খান, জেসান রহমান, ফয়সাল তানভীর, মোঃ ফারুক ইমাম, তারিকুল ইসলাম চৌধুরী।

ক্যাননের দুই কর্মীর সিঙ্গাপুরে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ

ইলেক্ট্রনিকস ও ইমেজিং ইকুইপমেন্টস্ নির্মাতা কোম্পানী ক্যানন এর উদ্যোগে সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে একটি সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে এতে অংশ নেন ক্যানন এর স্থানীয় বিজনেস পার্টনার জে এ এন এসোসিয়েটস এর ম্যানেজার কবীর হোসেন ও ইঞ্জিনিয়ার ইদ্রিস আলী।

তথ্যপ্রযুক্তি শীর্ষ সম্মেলন পুরস্কারে বাংলাদেশ প্রতিনিধি এ কে জামান

বাংলাদেশ মাল্টিমিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে জামান (মোঃ আক্তারুজ্জামান) জাতিসংঘ আয়োজিত তথ্যপ্রযুক্তির শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের সেরা মাল্টিমিডিয়া পণ্য নির্বাচনের বিচারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার www.wsisaward.org ঠিকানার ওয়েব সাইটে এ তথ্য প্রকাশিত হয়। এই শীর্ষ সম্মেলনে দ্য বেস্ট ইন ই কনটেন্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি বিভাগে পুরস্কার মনোনীত করার জন্য জাতিসংঘের ১৯১টি সদস্য দেশ থেকে একজন করে বিচারক নির্বাচন করা হয়েছে। শিঘ্রই সেরা মাল্টিমিডিয়া পন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে।

কুমিল্লায় আনন্দ মাল্টিমিডিয়ার গ্রাফিক্স কোর্সে ভর্তি

আনন্দ মাল্টিমিডিয়া কুমিল্লা ক্যাম্পাস নতুন সিলেবাসে তিন মাস ও ছয় মাস মেয়াদী পেশাদারী গ্রাফিক্স সার্টিফিকেট কোর্স শুরু করেছে। কোর্সে উইন্ডোজ এক্সপি, ওয়ার্ড, ফটোশপ ৭.০, ইলাস্ট্রেটর ১০.০, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৫.০, কোরেল ড্র ১১.০, ইন্টারনেট এক্সপ্লোয়ার/আউটলুক এক্সপ্রেস ইত্যাদি শিখানো হবে। যোগাযোগঃ আনন্দ মাল্টিমিডিয়া কুমিল্লা ক্যাম্পাস, অবকাশ, দৌলতপুর, কোর্টবাড়ি রোড, কুমিল্লা-৩৫০০। ফোনঃ ৬৪৬৯৭, ০১১-৮২১৪৩৬। ❑